গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০১.১২. ১১৮(৪)

তারিখঃ ২৭ ফাল্গুন ১৪২৫ / ১১ মার্চ ২০১৯

বিষয়: "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৯" এর খসড়ার উপর সর্বসাধারণের মতামত প্রদান।

The Censorship of Films Act,1963(Amended upto 2006) এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৯' প্রণয়নের লক্ষ্যে উক্ত আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য উক্ত খসড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে প্রকাশিত খসড়া আইনের উপর লিখিত/ ই-মেইলের মাধ্যমে (Nikosh Font) মতামত প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ই-মেইল ঠিকানা: sas.film@moi.gov.bd

সংযুক্তি: 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন -২০১৯' এর খসড়া।

১১/৩/১৯

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail : sas.film@moi.gov.bd

অনুলিপি:

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. জনাব মো: মাহবুবুল কবীর সিদ্দিকী, সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রস্তুতকৃত খসড়া আইনটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৯ (খসড়া)

যেহেতু The Censorship of Films Act, 1963 (Amended-2006) বাংলা ভাষায় প্রণীত করিয়া সংশোধনীসহ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন প্রণয়ন করার লক্ষ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সঙ্গে দর্শকদের বয়সের ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের মূল্যায়ন সূচক (Rating), পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও শিল্প শৈল্পীর বিকাশ তথা এ শিল্পের সার্বিক উদ্দেশ্যের স্বার্থে Censor এর পরিবর্তে Certification ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে ও চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শন সমীচীন বিবেচিত হইয়াছে

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা এবং কার্যকারিতা ।–

(১) এই আইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) "আপিল কমিটি" বলিতে এই আইনের ৩(৩) উপ-ধারায় গঠিত আপিল কমিটিকে বুঝাইবে;

(২) "আবেদনকারী" বলিতে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি, সংগঠন, সমিতি, প্রযোজক বা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(৩) "আপিল আবেদনকারী" বলিতে এই আইনের ৩(৩) উপ-ধারা অনুযায়ী গঠিত আপিল কমিটির নিকট আপিল আবেদনকারীকে বুঝাইবে;

(৪) "চলচ্চিত্র" বলিতে সেলুলয়েড, অ্যানালগ, ডিজিটাল বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে নির্মিত চলচ্চিত্র যেমন: পূর্ণদৈর্ঘ্য , স্বল্পদৈর্ঘ্য , কাহিনীচিত্র , প্রামাণ্যচিত্র , কার্টুনচিত্র , বিজ্ঞাপনচিত্র , অ্যানিমেশনচিত্র ইত্যাদিকে বুঝাইবে;

(৫) "চেয়ারম্যান" বলিতে এই আইনের ৩(১) উপ-ধারায় গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(৬) "জেলা প্রশাসক" বলিতে জেলার জেলা প্রশাসককে অথবা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(৭) "নির্ধারিত" বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;

(৮) "প্রচার সামগ্রী" বলিতে এই আইনের ৭(১) উপ-ধারায় বর্ণিত প্রচার সামগ্রীকে বুঝাইবে;

(৯) "বোর্ড" বলিতে এই আইনের ৩(১) উপ-ধারায় গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডকে বুঝাইবে;

(১০) "বোর্ড কার্যালয়" বলিতে এই আইনের ৩(২) উপ-ধারায় গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড কার্যালয় বুঝাইবে;

(১১) "সচিব" বলিতে এই আইনের ৩(২) উপ-ধারায় গঠিত বোর্ড কার্যালয়ের সচিবকে বুঝাইবে;

(১২) "সদস্য" বলিতে এই আইনের ৩(১) উপ-ধারায় গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের সদস্যকে বুঝাইবে;

(১৩) "সরকার" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(১৪) "সার্টিফিকেট" বলিতে এই আইনের ৪(৩) ও ৪(৪) উপ-ধারার আওতায় জারীকৃত সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে;

(১৫) "সার্টিফিকেটবিহীন চলচ্চিত্র" বলিতে যে চলচ্চিত্রের জন্য আদৌ কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় নাই এমন চলচ্চিত্রকে বুঝাইবে এবং এই আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সার্টিফিকেটবিহীন বলিয়া ঘোষিত চলচ্চিত্রও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) "সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র" বলিতে এই আইনের ৪(৩) ও ৪(৪) উপ-ধারার আওতায় অথবা এই আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে যে-কোনো সময় যে সকল চলচ্চিত্রকে সনদপত্র/ সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে এবং বলবৎ ঐ সকল চলচ্চিত্রকে বুঝাইবে; এবং

(১৭) "সিনেমাটোগ্রাফ" বলিতে চলচ্চিত্র উৎপাদন, প্রক্ষেপণ ও প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত ফিল্ম ভিডিও-ক্যাসেট রেকর্ডার, হার্ডডিস্কসহ একটি যৌগিক যন্ত্র (composite equipment) কে বুঝাইবে।

৩। বোর্ড, বোর্ড কার্যালয় ও আপিল কমিটি গঠন।–

(১) বোর্ড: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রের পরীক্ষণ ও সনদপত্র প্রদানের জন্য সরকার অফিসিয়াল গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে একটি বোর্ড গঠন করিবে, যাহা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড নামে অভিহিত হইবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান এবং চৌদ্দ জনের অধিক নয় এমন সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হইবে, যাহাতে সার্টিফিকেশন বোর্ড কার্যালয়ের সচিব বোর্ডের সচিব থাকিবেন এবং যাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। তথ্য মন্ত্রণালয় এই সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন জারি করিবে।

(২) বোর্ড কার্যালয়: সরকার একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন সচিব, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা, চলচ্চিত্র পরিদর্শক এবং অন্যান্য সহযোগী পদের সমন্বয়ে বোর্ড কার্যালয় গঠন করিবে। বোর্ড কার্যালয় বোর্ডের কার্যক্রমে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করিবে এবং চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন বিষয়ে বোর্ড ও সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে। বোর্ড কার্যালয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারি সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) আপিল কমিটি: বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক বা সংক্ষুব্ধ যে-কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমিতির আপিল আবেদন বিবেচনার জন্য সরকার মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর সভাপতিত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি আপিল কমিটি গঠন করিবে, যাহা চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আপিল কমিটি নামে অভিহিত হইবে। তথ্য সচিব (যিনি পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান) আপিল কমিটির আহবায়ক (Convener) হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। ভাইস চেয়ারম্যান আপিল কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪। চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন।–

(১) কোনো চলচ্চিত্রের অনুকূলে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের সার্টিফিকেটের জন্য চলচ্চিত্রটির প্রযোজক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও চলচ্চিত্রের কপিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র বোর্ড কার্যালয়ে পেশ করিবেন।

(২) বোর্ড নির্ধারিত আইন, বিধি, প্রবিধান এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা, পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক চলচ্চিত্র পরীক্ষা করিবে এবং চলচ্চিত্রটি জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন প্রতীকসহ সার্টিফিকেট জারির লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান করিবে।

(৩) যদি বোর্ড পরীক্ষা করিবার পর কোনো চলচ্চিত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করে তবে ইহা একইসঙ্গে চলচ্চিত্রটির জন্য উপ-ধারা (৭)-এ বর্ণিত নির্দিষ্ট শ্রেণি নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন প্রতীক ব্যবহারের জন্য মতামত প্রদান করিবে। অতঃপর বোর্ড আবেদনকারীকে

চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য মূল্যায়ন প্রতীকসহ সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ চলচ্চিত্রটির সার্টিফিকেট বলবৎ থাকিবার মেয়াদ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উপ-ধারা (২) এর আওতায় জারিকৃত একটি সার্টিফিকেট সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। তবে কোনো জেলা প্রশাসক কারণ উল্লেখপূর্বক এই আইনের ৬(২) উপ-ধারা মোতাবেক তাহার জেলার মধ্যে চলচ্চিত্রটির প্রদর্শন স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৬) যেখানে উপ-ধারা (৪) মোতাবেক কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে বোর্ড এতদুদ্দেশ্যে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে বা এইভাবে বর্ধিত মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে অথবা এইরূপ নির্দিষ্টীকৃত বা বর্ধিত মেয়াদ উঠাইয়া দিতে পারিবে।

(৭) চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিবিন্যাস ও মূল্যায়ন পদ্ধতি (Rating System) অনুসৃত হইবে:

মূল্যায়ন প্রতীক (Rating Symbol)	অর্থ (Meaning)
(UA) (সর্বসাধারণের জন্য উপযোগী)	**সব বয়সী দর্শকের জন্য উন্মুক্ত:** মূলত সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনার চলচ্চিত্র। এই ধরনের চলচ্চিত্রে এমন কোনো উপাদান থাকিবে না যাহা দেখিলে পিতা-মাতা বিব্রত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। ইহাতে হালকা সংঘর্ষ বা সামান্য রসিকতা থাকিতে পারে। কিন্তু কোনো নগ্নতা, যৌনতা, হিংস্রতা কিংবা অশালীন ভাষার ব্যবহার থাকিবে না। কাহিনীর প্রয়োজনে ধূমপান বা মাদক গ্রহণের মতো কোনো দৃশ্য থাকিলে তাতে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী সতর্কীকরণ বাণী থাকিতে হইবে। সহিংসতা (violence) ও ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকিলে তাহা হইতে হইবে স্বল্প পরিসরে।
U(১২-) (১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত)	**১২ বৎসরের কম বয়সী শিশুরা কেবল পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সঙ্গে লইয়া দেখিতে পারিবে:** মূলত এটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র। এতে হালকা ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকিতে পারে। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা অভিভাবক তাহাদের প্রাক-কৈশোর (Pre-teenager) শিশুদেরকে এই ধরনের চলচ্চিত্র দেখিবার সময় অভিভাবকসূলভ নির্দেশনা প্রদান করিবেন।
U (১২-১৮) (১২ থেকে ১৮ বৎসর বয়সী)	**১২ থেকে ১৮ বৎসর বয়সী শিশু কিশোররা দেখিতে পারিবে:** এই ধরণের চলচ্চিত্রের হালকা ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকিতে পারে। এছাড়া স্বল্প মাত্রায় সহিংসতা ও রোমান্টিকতা থাকিতে পারে।
U (১৮+) (১৮ বৎসরের বেশী বয়সী)	**১৮ বৎসর ও তদুর্ধ্ব বয়সী দর্শকদের মধ্যে প্রদর্শনযোগ্য:** এই ধরনের চলচ্চিত্রে পরিমিত মাত্রায় সন্ত্রাস, ভয়াল দৃশ্য, যৌনতা ও বিধি অনুযায়ী সতর্কীকরণ বাণীসহ ধূমপান/মাদকের ব্যবহার থাকিতে পারে। কাহিনীর প্রয়োজনে ধূমপান বা মাদক গ্রহণের মতো কোনো দৃশ্য থাকিলে তাতে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী সতর্কীকরণ বাণী থাকিতে হইবে। সহিংসতা (violence) ও ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকিলে তাহা হইতে হইবে স্বল্প পরিসরে।

(৮) যদি কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষণের পর বোর্ড মনে করে যে এই আইনের অধীনে প্রণীত কোনো বিধি মোতাবেক চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নহে, এক্ষেত্রে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রযোজক/পরিচালককে ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দিয়া চলচ্চিত্রটির জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের সার্টিফিকেট মঞ্জুরের বিষয় প্রত্যাখ্যান করিবে এবং বোর্ডের এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যান আবেদনকারীকে তাহা জানাইয়া দিবে।